The Bangladesh Monitor - A Premier Travel Publication

ম্যানচেস্টার-সিলেট ফ্লাইট চালু রাখতে ব্রিটিশ ৮ এমপির চিঠি

- A Monitor Desk Report Date: 11 January, 2026

ঢাকাঃ ম্যানচেস্টার-সিলেট সরাসরি ফ্লাইট স্থগিতের সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে চিঠি দিয়েছেন যুক্তরাজ্যের গ্রেটার ম্যানচেস্টার ও নর্থ ওয়েস্ট অঞ্চলের আটজন সংসদ সদস্য (এমপি)।

শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) পাঠানো ওই চিঠিতে স্বাক্ষর করেন- পল ওয়াহ (রচডেল), আফজাল খান (ম্যানচেস্টার রাশোলম), অ্যান্ড্রু গুইন (গর্টন অ্যান্ড ডেন্টন), জিম ম্যাকমাহন (ওল্ডহ্যাম ওয়েস্ট, চাডারটন অ্যান্ড রয়টন), ডেবি আব্রাহামস (ওল্ডহ্যাম ইস্ট অ্যান্ড স্যাডলওয়ার্থ), সারাহ হল (ওয়ারিংটন সাউথ), নবেন্দু মিশ্র (স্টকপোর্ট) এবং জেফ স্মিথ (ম্যানচেস্টার উইথিংটন)।

চিঠিটি পাঠানো হয় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) শাফিউল আজিমের কাছে। একই সঙ্গে চিঠির একটি অনুলিপি যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনারের কাছেও পাঠানো হয়েছে।

চিঠিতে এমপিরা উল্লেখ করেন, ম্যানচেস্টার-সিলেট রুট যুক্তরাজ্যের অন্যতম বৃহৎ বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য যোগাযোগ মাধ্যম। অসুস্থ স্বজনের খোঁজ নেওয়া, মৃত্যুজনিত জরুরি সফর, চিকিৎসা এবং পারিবারিক নানা প্রয়োজনে বিপুলসংখ্যক মানুষ এই সরাসরি ফ্লাইটের ওপর নির্ভরশীল।

তারা আরও জানান, আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে বুকিং সিস্টেমে ম্যানচেস্টার-সিলেট ফ্লাইটটি দেখা যাচ্ছে না, অথচ এ বিষয়ে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা বা ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। এতে যাত্রীদের মধ্যে চরম অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। সংসদ সদস্যরা সতর্ক করে বলেন, বিকল্প ইনডিরেক্ট ফ্লাইটগুলো শুধু অতিরিক্ত ব্যয়বহুলই নয় বরং বয়স্ক ও অসুস্থ যাত্রীদের জন্য শারীরিকভাবে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

চিঠিতে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের কাছে তিনটি বিষয় স্পষ্ট করার আহ্বান জানানো হয়-

ম্যানচেস্টার-সিলেট রুটের বর্তমান অবস্থা নিশ্চিত করা, রুট স্থগিতের পেছনের যুক্তি ব্যাখ্যা করা এবং এই গুরুত্বপূর্ণ সেবা বজায় রাখতে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে তা জানানো।

এমপিরা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে বাংলাদেশ হাইকমিশন ও সংশ্লিষ্ট অংশীদারদের সঙ্গে সমন্বয় করে রুটটি স্থগিতের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত কমিউনিটির সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসার আহ্বান জানান।

তাদের মতে, সামাজিক ও মানবিক বিবেচনার পাশাপাশি নর্থ ওয়েস্ট ইংল্যান্ড অঞ্চলের জন্য এই রুটের দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত গুরুত্বও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

-B